কালের কণ্ঠ

তারিখ 18 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

উপজেলা নির্বাচন নিয়ে বিদ্যালয়গুলোতে শঙ্কা

শরীফুল আলম সুমন ►

নির্বাচন কমিশন (ইসি) আগামী রবিবার উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার বিষয়ে আভাস দেওয়ার পর থেকে নানা শঙ্কা ভর করেছে বিদ্যালয়গুলোতে। ভোটকেন্দ্র হিসেবে বিদ্যালয়ের বিকল্প গড়ে না ওঠা এবং দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের ৫৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় সেই শঙ্কা আরো বেড়েছে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে হামলার ঘটনায় আগামী সব নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে জোর নিরাপত্তা দাবি করেছেন শিক্ষকরা।

জানা গেছে, সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় পুড়িয়ে দেওয়া অনেক বিদ্যালয়ই এখনো ক্লাস করার উপযোগী করা যায়নি। এসব স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে হচ্ছে। এ ছাড়া নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকালে হামলার শিকার হওয়া শিক্ষকদের অনেকেই এখনো আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এর মধ্যে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আসন্ন। এ নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শঙ্কা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

নিরাপত্তা দাবি শিক্ষকদের

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীর বলেন, 'বিদ্যালয়েই কেন ভোটকেন্দ্র হবে। এখন তো ইউনিয়ন, ওয়ার্ড-পর্যায়ে সরকারি অফিস, কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। আর যেখানে নেই, সেখানে ক্যাম্পও করা যেতে পারে। এখন থেকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে বিদ্যালয়ের বিকল্প ভোটকেন্দ্র খোঁজা উচিত। আর বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্র হলে কিভাবে নিরাপদ রাখা যায় সে ব্যাপারেও সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ১১৫টি, মার্চে ২২৩টি, এপ্রিলে ৩৫টি, মে মাসে ৮৫টি ও জুন মাসে ১৮টি উপজেলার মেয়াদ উত্তীর্ণ হচ্ছে। বাকিগুলোর মেয়াদও শেষ হবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে। আইন অনুসারে উপজেলা পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আবার নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্যও কিছু সময়ের প্রয়োজন। সে অনুযায়ী আগামী মাস থেকেই উপজেলা নির্বাচন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু বাদ সাধছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। আগামী মাসের ৯ তারিখ থেকে এ পরীক্ষা শুরু হয়ে চলবে ২২ মার্চ পর্যন্ত। এরপরই আবার এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। সাধারণত নির্বাচনের আগে ও পরে কয়েক দিন নির্বাচনী কাজে বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস হয় না। তার ওপর বর্তমান রাজনীতির সহিংসতার শিকার হচ্ছে বিদ্যালয়গুলো। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে বেশ চিন্তিত।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০১০-এর সদস্য অধ্যাপক কাজী ফারুক বলেন, 'নির্বাচনী কাজে যত দূর সম্ভব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবহার না করাই ভালো। স্কুল-কলেজ ধ্বংস করে প্রজন্ম ধ্বংস করা কোনোমতেই উচিত নয়।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সদ্য সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ৫৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ৪১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২১টি মাদ্রাসা ও ৯টি কলেজ। আগুনে বিদ্যালয়ের আলমারি, ফাইলপত্র, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র, বেঞ্চ, টিন, কাঠ, দরজা-জানালাসহ সব কিছু পুড়ে গেছে।

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা সারদা উচ্চ বিদ্যালয়ের চারটি ক্লাসরুম পুড়ে গেছে। এ অবস্থায় ২০০ শিক্ষার্থীকে ক্লাস করানোই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম বলেন, 'আগামীতে কোনো নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র হলে অবশ্যই নিরাপত্তা বাড়াতে হবে।'

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহসভাপতি জুলফিকার আলী বলেন, 'নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের নিরাপত্তা সরকারকে দিতে হবে। আমরা আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতি চাই না।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম বলেন, 'নির্বাচনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর এ ধরনের হামলা এবারই প্রথম। তাই আগামী নির্বাচনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাতে আর কোনো ক্ষতির মুখে না পড়ে এজন্য সরকারের কাছে আমরা যথাযথ নিরাপত্তা চাইব।'